কালের কণ্ঠ

তারিখ 02-OCT 2013 পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

অনশন শুরু করেছেন প্রাথমিক শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

দুই দফা দাবিতে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে এসে অনশন শুরু করেছেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। গতকাল মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সকাল ১০টা থেকে পূর্বঘোষিত এই অনশন ও মহাসমাবেশ শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সরকারের দায়িত্বশীল কোনো প্রতিনিধি এসে দাবির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ রেখে এ অনশন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানান শিক্ষকরা।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এ অনশনে ১৫ থেকে ২০ হাজার শিক্ষক যোগ দিয়েছেন। তাঁদের এই কর্মসূচি ঘিরে শহীদ মিনারের চারপাশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপকসংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে।

প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান, সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে নির্ধারণ এবং সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির জটিলতা নিরসনের দাবিতে শিক্ষকরা এ অনশন করছেন। এর আগে তাঁরা বিদ্যালয় খোলা রেখে এক সপ্তাহের পূর্ণ কর্মবিরতি পালন করেন। সমাবেশে বক্তব্য দেন প্রাথমিক ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৫

অনশন শুরু করেছেন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. আবুল বাসার, সাধারণ সম্পাদক মো. আনোয়ারুল ইসলাম তোতা, সহসভাপতি জাহান আরা খানম, জুলফিকার আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক ওহিদুর রহমান, গ্র্যাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ফরিদ উদ্দীন কামাল, সাধারণ সম্পাদক বদরুল আলম প্রমুখ।

শিক্ষক নেতারা সমাবেশে বলেন, তাঁদের এ আন্দোলন কোনো মহলের প্ররোচণা নয়, এটা তাঁদের প্রাণের দাবি। ইতিমধ্যেই সরকার অন্যান্য পেশার বিভিন্ন পদকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করেছেন। অথচ তাঁদের বেশির ভাগই সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দিনের পর দিন কর্মচারী পদে চাকরি করছেন। তাই সরকারের শেষ সময়ে এসে শিক্ষকরা আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছেন। সুস্পষ্ট ঘোষণা এলেই কেবল তাঁরা বিদ্যালয়ে ফিরে যাবেন।

শিক্ষক নেতারা আরো বলেন, আন্দোলন জোরদার হওয়ার পর থেকেই জেলা-উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা শিক্ষকদের চাকরির প্রতি হুমকিসহ নানা ভয়ভীতি প্রদর্শন করছেন। সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গেও শিক্ষকদের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকরা সরকারের বিপক্ষে নন বা শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করাও লক্ষ্য নয়। ন্যায়সংগত দাবি আদায়ই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

গত সোমবার রাতে সরকারের জারি করা প্রেসনোটের বিষয়ে নেতারা বলেন, দীর্ঘ সাড়ে চার বছর ধরে দাবি নিয়ে সরকারের সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ দাবির বিষয়ে একমত হলেও জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কারণে এর সমাধান হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সরকারের শেষ সময়ে এসেও প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে যে প্রেসনোট জারি করা হয়েছে, তা শিক্ষকসমাজের কাছে সুস্পষ্ট নয়। বরং এতে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েছে।